গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-৩ (বাজেট)

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৪.০১.০০৫.১২-৩১৭

তারিখঃ ০৪ আশ্বিন ১৪১৯ / ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

বিষয়ঃ চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন '৩-২৫০১-০০০১-*৬৮২২-ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন '৩-২৫০১-০০০১-*৬৮২২-ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী খাতে বরাদ্দকৃত ১.০০ কোটি টাকা ছাড়ের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত জেলা গ্রেড অনুযায়ী 'এ' শ্রেণির জেলাগুলোকে ৬টি, 'বি' শ্রেণির জেলাগুলোকে ৫টি এবং 'সি' শ্রেণির জেলাগুলোকে ৪টি করে প্রতিষ্ঠান জেলা কমিটির মাধ্যমে বাছাইপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিষ্ঠানের নাম প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

ক্রমিক নং	জেলার গ্রেড	জেলার নাম	মোট জেলার সংখ্যা	প্রাপ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট প্রাপ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
১.	'এ' শ্রেণি	ঢাকা, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, বগুড়া, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নওগাঁ,পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী ও রাঙ্গামাটি।	২৯	৬	(২৯×৬)=১৭৪টি
২.	'বি' শ্রেণি	গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, শেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, নাটোর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, মৌলভীবাজার, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বান্দরবান, ফেনী ও লক্ষীপুর ।	২৯	৫	(২৯×৫)=১৪৫টি
৩.	'সি' শ্রেণি	মাদারীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল ও ঝালকাঠী।	৬	৪	(৬×৫)=৩০টি
				সর্বমোট	৩৪৩টি

সংযুক্তিঃ উপরিউক্ত বিষয়ে গত ১৭/১০/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১২২০৫

জেলা প্রশাসক

.....(সকল)।

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৪.০১.০০৫.১২-৩১৭-১(৬)

তারিখঃ ০৪ আশ্বিন ১৪১৯ / ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সংযুক্তিসহ উপরিউক্ত নির্দেশনাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শনপূর্বক প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের সরকারি ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক একটি প্রতিবেদন শাখা-৩-এ দাখিলের অনুরোধসহ) ।
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)/উপ-সচিব (প্রশাসন-২)-এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৯/০৯/১২

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-৩ (বাজেট)

বিষয়ঃ চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৩-২৫০১-০০০১-*৬৮২২-ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় সম্পর্কিত নীতিমালা পরিমার্জন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ নুরুল ইসলাম নাহিদ
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তারিখ ঃ ১৭ অক্টোবর, ২০১১

সময় ঃ বিকেল ৪.০০ টা

স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্যঃ

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। মাননীয় সভাপতির নির্দেশে সচিব মহোদয় সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য উপ-সচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। তিনি জানান যে, চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৩-২৫০১-০০০১-*৬৮২২-ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী খাতে ১.০০ কোটি (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী খাতে ৮.০০ কোটি (আট কোটি) টাকা বরাদ্দ ছিল। ০৪(চার) অর্থ বছর পর বর্তমান অর্থ বৎসরে অর্থ বিভাগ হতে উক্ত খাতে এক কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২/০৫/২০০৫ তারিখের শাঃ৩/১জি-০২/২০০৫/১১৭৯ স্মারকে একটি নীতিমালা জারী করা হয়েছিল। উক্ত নীতিমালায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রশাসন)-কে আহ্বায়ক করে ০৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-কে সভাপতি করে ০৬(ছয়) সদস্যের অপর একটি কমিটি রয়েছে।

০২। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে সর্বশেষ ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৮.০০ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠান প্রতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ৩৫.০০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১.০০ কোটি টাকা হতে প্রতিষ্ঠান প্রতি ৩৫.০০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হলে সর্বমোট প্রায় ২৮৬ টি প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ দেয়া যাবে। সে অনুসারে ৬৪টি জেলায় সম বিভাজন করা হলে প্রতি জেলায় গড়ে ৪.৪৬ টি প্রতিষ্ঠান-কে অর্থ বরাদ্দ দেয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে জেলার আওতাধীন উপজেলার সংখ্যা বিবেচনান্তে জেলাওয়ারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্বাচন করা হলে অধিকতর যৌক্তিক হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। তবে জেলাওয়ারী এতস্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করতে হবে বিধায় বিস্তারিত আলোচনান্তে মন্ত্রণালয় হতে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের নীতিমালা সংশোধনপূর্বক জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটিকে জেলাওয়ারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করা যায় মর্মে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়ঃ

(ক) চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৩-২৫০১-০০০১-*৬৮২২-ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি/সামগ্রী খাতে বরাদ্দকৃত ১.০০ কোটি (এক কোটি) টাকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এ,বি,সি গ্রেডের জেলার তথ্য বিবেচনান্তে "এ" গ্রেডের জন্য ৬টি, "বি" গ্রেডের জন্য ৫টি ও "সি" গ্রেডের জন্য ৪টি হিসেবে জেলাওয়ারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্ধারণ অন্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণপূর্বক জেলা প্রশাসকগণকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) ৬৪টি জেলায় গ্রেডওয়ারী উপরোক্তভাবে নির্ধারিত বিভাজন অন্তে সকল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা সচিব, জেলা পরিষদ।	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)	সদস্য
৪.	স্থানীয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(ঘ) প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকা ও অসচ্ছল কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল ভাল এমন প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৪। পরিশেষে সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে সকলকে সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরণ করে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-০১/১১/২০১১
(নুরুল ইসলাম নাহিদ)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক/কলেজ/মাদ্রাসা ও কারিগরি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৪. মহা-পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা উইং, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. উপ-সচিব (প্রশাসন-১/২/মাধ্যমিক/কলেজ/কারিগরি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সেবা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং শিম/শাঃ-৩/১জি-০৮/২০১১/৪১৯/১(৫) তারিখঃ ০২ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ / ১৬ নভেম্বর ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৬/১১/১১
(ইসরাত জাহান পান্না)
সিনিয়র সহকারী সচিব